মনসা মন্দির

পরিচিতি নং: ঢাবি ১০০

অবস্থান:

শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলা থেকে পূর্ব ধানুকা গ্রামে মনসা মন্দির অবস্থিত। শরীয়তপুর সার্কিট হাউস থেকে ১.০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এ মনসা মন্দির।

মনসা মন্দির

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

শরীয়তপুর সার্কিটহাউস থেকে ১.০০ কিলোমিটার দক্ষিণ- পূর্ব ধানুকা নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি বর্তমানে শরীয়তপুর পৌরসভার নিয়ন্ত্রয়নাধীন। এ গ্রামে কুলিন হিন্দুদের বসবাস ছিল। দেশ বিভাগের পর অধিকাংশ হিন্দু পরিবার দেশ ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। কিছু হিন্দু পরিবার এখনও বসবাস করছে। এ গ্রামে স্থানীয়ভাবে মনসা বাড়ি নামে পরিচিত একটি বাড়ি আছে। এখানে মোট চারটি মন্দির যথাক্রমে মনসা মন্দির, দুর্গা মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির ও নাট মন্দির আছে। তার মধ্যে মনসা মন্দির ও দুর্গা মন্দির সংরক্ষিত পুরাকীর্তি।

আঠারো শতকের দিকে নির্মিত মনসা মন্দিরটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিতএবং এর পরিমাপ ৭.০০ মিটার ছ ৩.৬৫ মিটার। মন্দিরটিতে দেয়ালে বক্রাকার দোচালা ছাদ রয়েছে। কুঁড়ে ঘরের আদলে তৈরি। মন্দিরের পূর্ব দেয়ালের মধ্য ভাগে খিলানের মধ্যে একটি প্রবেশ পথ এবং পশ্চিম দেয়ালের দক্ষিণ কোণায় অপর একটি প্রবেশ পথ আছে। মন্দিরের সম্মুখ অংশে ধনুকাকৃতির ব্যান্ডের নীচে আয়তাকার বর্গাকার কাঠামোর মধ্যে বহু খাঁজকৃত বদ্ধ মারলন দ্বারা সুশোভিত। বক্রাকৃতির ব্যান্ডের উপরিভাগে এস মাটির পোড়ামাটি ফলকচিত্রছিল যা বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেছে। চিত্র ফলকে পাখি, ময়ূর, টিয়া পাখির চিত্র ফলক দেখা যায়। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

দুর্গা মন্দির

পরিচিত নং: ঢাবি ১০১

অবস্থান:

শরীয়তপুর জেলা সদরস্থ পূর্ব ধানুকা গ্রামে দুর্গা মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে মনসা মন্দির ও দুর্গা মন্দির আশাপাশি অবস্থিত।

দুর্গা মন্দির

নাট মন্দির

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

দুর্গা মন্দিরটি মনসা বাড়ীর বাইরে এবং মনসা মন্দির থেকে ৫ মিটার উত্তরে অবস্থিত। মন্দিরটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা এবং আয়তাকার পরিকল্পনায় দোচালা বিশিষ্ট মন্দিরের বাইরের পরিমাপ ৯.৪৫ মিটার ঢ ৬.৫০ মিটার। মন্দিরের দক্ষিণের সম্মুখ দেয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ আছে। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে খিলান পথ উন্মুক্ত আছে। নির্মাণ শৈলী থেকে অনুমানিত যে, মন্দিরটি মনসা মন্দিরের সমসাময়িক কালে অর্থ্যাৎ ১৮ শতকে নির্মিত। উল্লেখ্য এ মন্দিরের পশ্চিমে দোতালা ধ্বংস প্রায় একটি নাট মন্দির আছে। দুর্গা মন্দিরের সংস্কার কাজ করা হয়েছে এবং বর্তমানে মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চারআনি মসজিদ

পরিচিতি নং : ঢাবি ৯৮

অবস্থান:

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাস্থ করন হোগলা গ্রামে চারআনী মসজিদ অবস্থিত। মসজিদ থেকে জেলা সদরের দূরত্ব ২৬ কিলোমিটার এবং উপজেলা সদরের দূরত্ব ৮ কিলোমিটার।

চারআনি মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি স্থানীয় জমিদার মনিরউদ্দিন আহমেদ নির্মাণ করেন। স্থানীয়ভাবে মসজিদটি করন হোগলার চারআনী মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটি পুকুরের পাড়ে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্ঠিত।

পশ্চিমে কেবলা দেয়ালে তিন মিহরাব আছে। প্রতি দিকের দেয়ালে বই পত্র রাখার জন্য দুটি করে কুলুন্দি আছে। মূল মিহরাবটি আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। ছাদে তিনটি গম্বুজের নিচে অষ্ট্রকোনাকৃতি ড্রাম রয়েছে।

মসজিদের নির্মাণ পদ্ধতি ও স্থাপত্যশৈলী দেখে এটি ১৮ শতকে নির্মিত বলে অনুমিত হয় । কথিত আছে কার্তিকপুরের জমিদার মুন্সি ইমামউদ্দিনের শাসন কাজে সন্তুষ্ট হয়ে নবাব শায়েস্তা তাকে চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন। মুন্সি ইমামউদ্দিনের পুত্র মনিরউদ্দিন ও তার স্ত্রী বাকতেন্নেছা চারআনি মসজিদ নির্মাণ করেন।